পরিচিতি

সুন্দরবন বিশ্বের একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। আমাদের দেশের আয়তনের প্রায় ৪.০৮% এবং দেশের মোট সংরক্ষিত বনভূমির ৪৪% সুন্দরবন। সুন্দরবনের কোলাহল মুক্ত নির্মল পরিবেশ, অপরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্য, সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য, বনের ভেতরে অসংখ্য নদী ও খালে জোয়ার-ভাটার খেলা, প্রাকৃতিক পরিবেশ, বাঘ, হরিণ, কুমির, ডলফিন, বানর, শুকরসহ হাজারো পশুপাখির অবাধ বিচরণ, স্থানীয় বনজীবী তথা বাওয়ালী, মৌয়ালী ও জেলেদের সংস্কৃতি উপভোগ করার জন্য প্রতি বছর হাজারো দেশি-বিদেশি পর্যটক সুন্দরবন ভ্রমণ করেন। সুন্দরবনকে ১৯৯২ সালে রামসার সাইট এবং ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্য এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে।

সুন্দরবনের আকর্ষণীয় পর্যটন স্থানসমূহ

সুন্দরবনের করমজল, হারবাড়িয়া, আন্ধারমানিক, আলিবান্দা, শেখেরটেক, কালাবগী, কলাগাছিয়া ও দোবেকী ইকোট্যুরিজম কেন্দ্রসমূহে একদিনে গিয়ে ফেরৎ আসা যায়। কিন্তু কটকা, কচিখালী, নীলকমল, দুবলা ও মান্দারবাড়িয়া গেলে রাত্রি যাপনের প্রয়োজন হয়। সুন্দরবনের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রের আকর্ষণ :

করমজল : পশুর নদী, কুমির, কচ্ছপ ও হরিণ প্রজনন কেন্দ্র, ডলফিন প্যাভিলিয়ন, ফুট ট্রেইল, ওয়াচ টাওয়ার, ঝুলন্ত ব্রীজ, সুন্দরবন ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার ও স্যুভেনির শপ। মোংলা থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৫ কি.মি.।

হারবাড়িয়া : পশুর নদী, সুন্দরবনের প্রথম কাঠের ঝুলন্ত ব্রীজ, বৃহৎ পদ্মপুকুর, পুকুরের মাঝে গোলঘর, ফুট ট্রেইল, ওয়াচ টাওয়ার ও স্যুভেনির শপ। মোংলা থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১৪ কি.মি.।

আন্ধারমানিক : নব নির্মিত ইকোট্যুরিজম কেন্দ্র, শান্ত শেলা নদী, হরিণের বেষ্টনী, গোলঘর, ফুট ট্রেইল, ডলফিন অভয়ারণ্য ও সুন্দরী বন। চাঁদপাই রেঞ্জ থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৫ কি.মি.।

কটকা : জামতলা বন্যপ্রাণীর চারণভূমি, হরিণের দল, ওয়াচ টাওয়ার, সমুদ্র সৈকত, সমুদ্র সৈকতে যাবার ৩ কি.মি. বনপথ, বঙ্গোপসাগর, প্রাচীনকালে লবণ তৈরির নিদর্শন, ফুট ট্রেইল, পাখি পর্যবেক্ষণ। মোংলা থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৮০ কি.মি.।

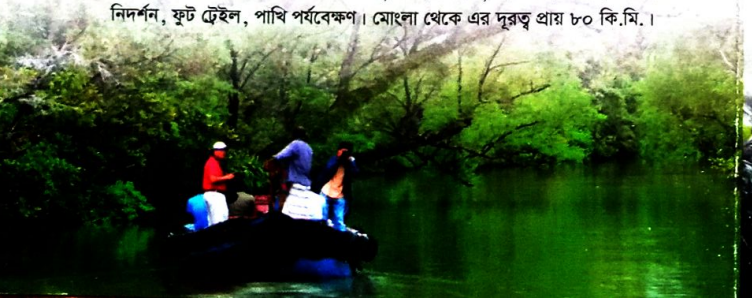

কচিখালী : বনের নির্জনতা, বন্যপ্রাণীর প্রাচুর্যতা, সমুদ্রের গর্জন, ডিমের চর, ওয়াচ টাওয়ার, কটকা-কচিখালী ১৪ কি.মি. বনপথ। এটি কটকার ১৪ কি.মি. পূর্বে অবস্থিত।

আলিবান্দা : নব নির্মিত ইকোট্যুরিজম কেন্দ্র, ফুট ট্রেইল, ওয়াচ টাওয়ার, হরিণের বেষ্টনী, বিভিন্ন গাছপালার চমৎকার সমারোহ ও বিন্যাস এবং বন্যপ্রাণীর অনন্য সমাবেশ। শরণখোলা রেঞ্জ থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৫ কি.মি.।

দুবলা : বঙ্গোপসাগরের মধ্যে একটি দ্বীপ, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পূণ্যস্নান ও রাস পূজা, অস্থায়ী জেলে পল্লী, সুন্দরবনের সর্ববৃহৎ মৎস্য কেন্দ্র, বঙ্গোপসাগর থেকে মৎস্য আহরণ ও শুকানোর কর্মকান্ড অবলোকন। এটি মোংলা থেকে প্রায় ৮৫ কি.মি. দূরে অবস্থিত।

নীলকমল : এটি হিরণ পয়েন্ট নামে সুপরিচিত। বিশ্ব ঐতিহ্য ফলক, বঙ্গবন্ধু চর, ওয়াচ টাওয়ার, ফুট ট্রেইল, উদ বিড়াল, বন্য শুকর ও চিত্রা হরিণের প্রাচুর্যতা। এটি মোংলা থেকে প্রায় ৮০ কি.মি. দূরে অবস্থিত।

শেখেরটেক : নব নির্মিত ইকোট্যুরিজম কেন্দ্র, শিবসা নদীর অপরূপ দৃশ্য, ৩ কি.মি. এলাকা জুড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, উঁচু ঢিবি, ৪০০ বছরের পুরানো মন্দির, ফুট ট্রেইল, ওয়াচ টাওয়ার, বাঘের আনাগোনা। এটি মোংলা থেকে প্রায় ৫০ কি.মি. দূরে অবস্থিত।

কলাগাছিয়া : খোলপেটুয়া নদীর অপরূপ দৃশ্য, হরিণ ও কুমিরের বেষ্টনী, ওয়াচ টাওয়ার, বনের মধ্যে ফুট ট্রেইল ও গোলঘর, পুকুরের পাশে ওয়াকওয়ে। এটি সাতক্ষীরার মুন্সীগঞ্জ থেকে প্রায় ৭ কি.মি. দূরে অবস্থিত।

দোবেকী : নদীর দুপাশে গোলপাতার সারি, সুদৃশ্য বৃহৎ পুকুর, মনোরম নিরিবিলি পরিবেশে বানর, হরিণের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য, ওয়াচ টাওয়ার ও বনের মধ্যে ওয়াকওয়ে। এটি সাতক্ষীরার মুন্সীগঞ্জ হতে প্রায় ১৫ কি. মি. দূরে অবস্থিত।

কালাবগী : খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলায় নব নির্মিত ইকোট্যুরিজম কেন্দ্র। শিবসা নদীর অপরূপ দৃশ্য, হরিণ ও কুমিরের বেষ্টনী, গোলঘর, বসার বেঞ্চ, ফুট ট্রেইল ও ওয়াচ টাওয়ার। খুলনা থেকে সড়ক পথে এর দূরত্ব প্রায় ৫০ কি.মি.।

সুন্দরবনের ইকোট্যুরিজম কেন্দ্রসমূহে পর্যটকদের থাকার কোন ব্যবস্থা নেই। আবাসিক জলযানে রাত্রি যাপন করতে হয়। তবে ইদানিং সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী এলাকায় কিছু কমিউনিটি ভিত্তিক ইকো-কটেজ গড়ে উঠেছে।

সুন্দরবনে ভ্রমণের সর্বোৎকৃষ্ট সময়

নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস সুন্দরবন ভ্রমণের সর্বোৎকৃষ্ট সময়। এ সময় নদী ও সমুদ্র শান্ত থাকে বলে সুন্দরবনের সব দর্শনীয় জায়গা সহজেই ঘুরে দেখা যায়।

সুন্দরবন ভ্রমণ প্যাকেজ খরচ

সুন্দরবন ভ্রমণ প্যাকেজের খরচ নির্ভর করে মূলতঃ জাহাজ ও খাবারের মান, কোন কোন জায়গা ঘুরে দেখাবে ও কত দিনের ভ্রমণ, এসবের ওপর। মোটামুটি মানের লঞ্চে ঘুরতে জনপ্রতি খরচ হবে ৮ থেকে ১২ হাজার টাকা। আর বিলাসবহুল ট্যুরিস্ট লঞ্চে ভ্রমণ করতে চাইলে খরচ হবে জনপ্রতি ১৩ থেকে ১৮ হাজার টাকা পর্যন্ত। প্যাকেজগুলো সাধারণতঃ ৩ দিন ২ রাত হয়ে থাকে।

সুন্দরবনে এক দিনের ভ্রমণ

- খুলনার সোনাডাঙ্গা বাস স্ট্যান্ড হতে বাসযোগে সরাসরি মোংলায় যাওয়া যায়। অতঃপর মোংলা ঘাট হতে ট্যুরিস্ট বোট ভাড়া নিয়ে সুন্দরবনের করমজল, হারবাড়িয়া ও আন্ধারমানিক ভ্রমণে যাওয়া যায়।
- ঢাকা হতে বাস যোগে সাতক্ষীরা বা মুন্সীগঞ্জে যাওয়া যায়। এছাড়াও সাতক্ষীরা হতে শ্যামনগরের মুন্সীগঞ্জে যাওয়ার জন্য বাস রয়েছে। মুন্সীগঞ্জে রাত্রিযাপনের জন্য প্রাইভেট রেস্ট হাউজ আছে।
- মুন্সীগঞ্জ/বুড়িগোয়ালিনী হতে ট্যুরিস্ট বোট ভাড়া করে নির্ধারিত প্রবেশ ফি পরিশোধ করে কলাগাছিয়া এবং দোবেকী ইকোট্যুরিজম কেন্দ্র ভ্রমণে যাওয়া যায়।
- একদিনের ভ্রমণের ক্ষেত্রে পর্যটনকেন্দ্রসমূহে উপস্থিত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে প্রবেশ ফি প্রদান করে সুন্দরবনে ভ্রমণের সুযোগ মিলে। এ ক্ষেত্রে বন বিভাগ হতে পূর্বানুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হয় না।
- খুলনা থেকে সড়ক বা নৌপথে কালাবগী ও শেখেরটেক যাওয়া যায়।

সুন্দরবনে ২/৩ দিনের ভ্রমণ ঃ

- ঢাকা থেকে বাস ও ট্রেনে সরাসরি খুলনায় আসা যায় এবং ঢাকা থেকে বাসযোগে সরাসরি মোংলায় যাওয়া যায়। খুলনায় অবস্থান উপযোগী ভালো মানের আবাসিক হোটেল আছে। মোংলায় বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের মোটেল এবং কিছু প্রাইভেট রেস্ট হাউজ রয়েছে।
- পর্যটন মৌসুমে সুন্দরবন ভ্রমণকারীদের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। খুলনা বা মোংলা লঞ্চঘাট থেকে ট্যুর অপারেটরদের লঞ্চে পর্যটকদের নিয়ে সুন্দরবনে প্রবেশ করে। বিভিন্ন ধারণক্ষমতা ও মানের লঞ্চে করে ২/৩ দিনের প্যাকেজে হারবাড়িয়া, করমজল, কটকা, কচিখালী, দুবলাসহ নীলকমল (হিরণপয়েন্ট) ভ্রমণে যাওয়া যায়। খুলনা/ মোংলায় আগমনের পূর্বে ট্যুর অপারেটরদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে বুকিং দিয়ে রাখাই উত্তম।
- বন বিভাগ হতে অনুমতি গ্রহণ, রাজস্ব পরিশোধ, খাবার-দাবারের আয়োজনসহ ভ্রমণ পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব ট্যুর অপারেটরগণই সম্পন্ন করে থাকেন।
- সুন্দরবনে ভ্রমণের ক্ষেত্রে করণীয়/বর্জনীয় সম্পর্কে জানতে ভ্রমণ শুরুর পূর্বে 'সুন্দরবন ভ্রমণ নীতিমালা'টি সম্পূর্ণ পড়ে নেয়া ভালো।

পর্যটকদের করণীয় ও বর্জনীয়

- সুন্দরবনে কোন জনবসতি বা দোকানপাট নেই বিধায় সুন্দরবন ভ্রমণকালে পর্যাপ্ত খাদ্য ও পানীয় এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ ও প্রাথমিক চিকিৎসার জিনিষপত্র সঙ্গে নেয়া।
- সুন্দরবন ভ্রমণকালে কোন মাইক, সাউন্ড বক্স বা মাইক্রোফোন জাতীয় শব্দযন্ত্র বহন ও উচ্চ শব্দ না করা।
- বনাভ্যন্তরে আগ্নেয়াস্ত্র, ধারালো হাতিয়ার, ফাঁদ, বিষ এবং মাছ বা বন্যপ্রাণী শিকারের সহায়ক কোন সরঞ্জাম বহন না করা।
- সুন্দরবনের প্রাণীকুল ভয় পেতে পারে অথবা তাদের জীবন সংকটাপন্ন হতে পারে কিংবা জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকির সৃষ্টি হতে পারে এমন কোন কর্মকান্ড বা আচার-আচরণ না করা।
- কোন ভাবেই বনের গাছের ডাল, লতা-পাতা না ছেড়া।
- বন্যপ্রাণীদের কোন খাবার না দেয়া।
- সুন্দরবনে প্রবেশ করার পর জলে-স্থলে পলিথিন ও প্লাস্টিকসহ কোন আবর্জনা না ফেলা।
- সুন্দরবনে দলছুট অবস্থায় একাকী চলাফেরা না করা এবং সাগর, নদী বা খালের পানিতে নামা, গোসল ও সাঁতার না কাটা।
- উজ্জ্বল রঙ্গের পোষাক পরিধান ও সুগন্ধি ব্যবহার না করা।
- ওয়াটার প্রুফ স্যান্ডেল বা কেডস সাথে নেয়া।
- জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি সঙ্গে রাখা।
- শীতকালে গেলে শীতের কাপড় সাথে রাখা।
- স্থানীয় এবং অন্য ভ্রমণকারী দলের সদস্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।
- গাইড এবং নিরাপত্তা রক্ষীদের নির্দেশনা মেনে চলা।
- যোগাযোগের জন্য টেলিটক সিম সাথে নেয়া।

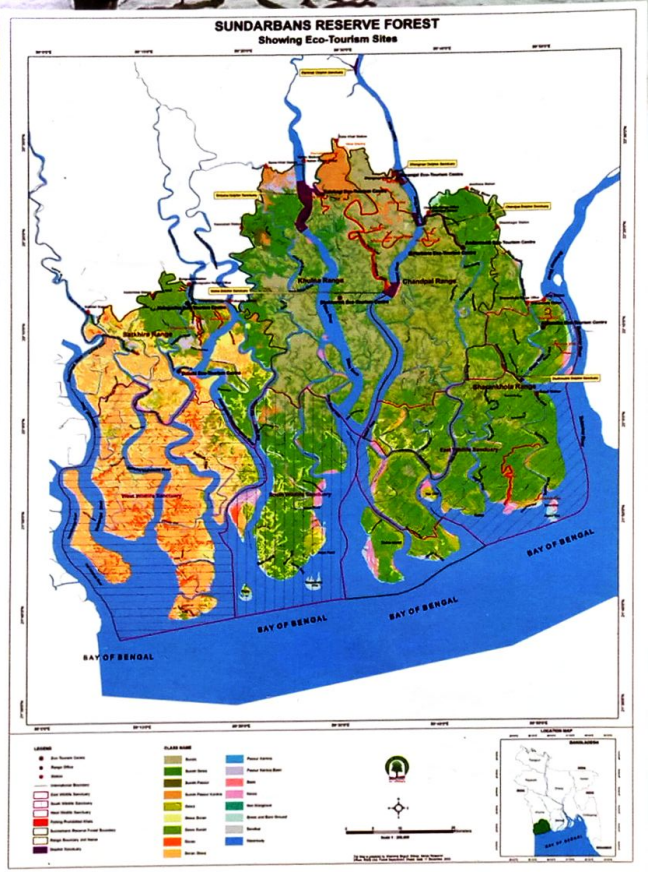

সুন্দরবনে ভ্রমণের অনুমতি প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগ, খুলনা
ফোন ঃ +৮৮০২৪৭৭৭২০৬৬৫
ই-মেইলঃ swfdkhulna2016@gmail.com

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগ, বাগেরহাট
ফোন ঃ +৮৮০২৪৭৭৭৫১৫৭৮
ই-মেইলঃ sundarbaneastbagerhat@gmail.com

আলোকচিত্র : মোঃ মফিজুর রহমান চৌধুরী, মোঃ শরিফুজ্জামান, শাহিন রহমান ও বন অধিদপ্তর

সুন্দরবন ইকোট্যুরিজম

সুন্দরবন সুরক্ষা প্রকল্প
বন অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়